30th Annual General Meeting and Scientific Conference

February 19, 2009
Ball Room, Dhaka Sheraton Hotel
Dhaka, Bangladesh

CHEST & HEART

The Chest and Heart Association of Bangladesh

30th Annual General Meeting and Scientific Conference

February 19, 2009
Ball Room, Dhaka Sheraton Hotel
Dhaka, Bangladesh

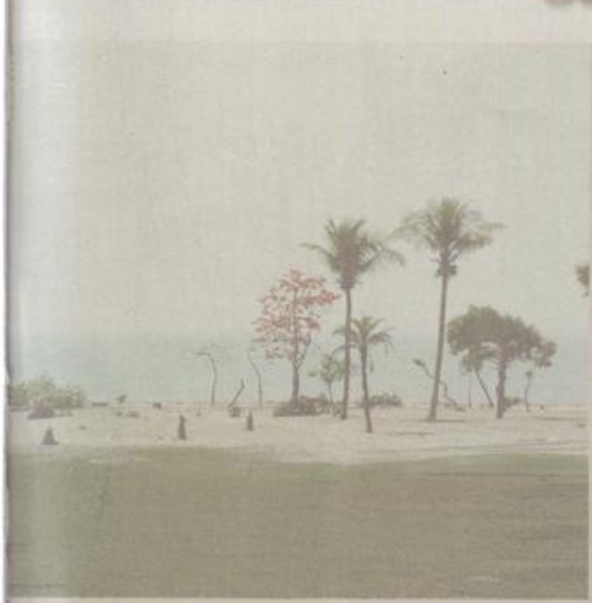

CHEST & HEART

The Chest and Heart Association of Bangladesh

30th
ANNUAL GENERAL MEETING
&
SCIENTIFIC CONFERENCE

Published:
February, 2009
Press & Publication Committee
The Chest & Heart Association of Bangladesh

Printed by :
Asian Colour Printing
130 DIT Extension Road
Fakirerpool, Dhaka-1000
Phone : 9357726, 8362258

অমর একুশে ফেব্রুয়ারী

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

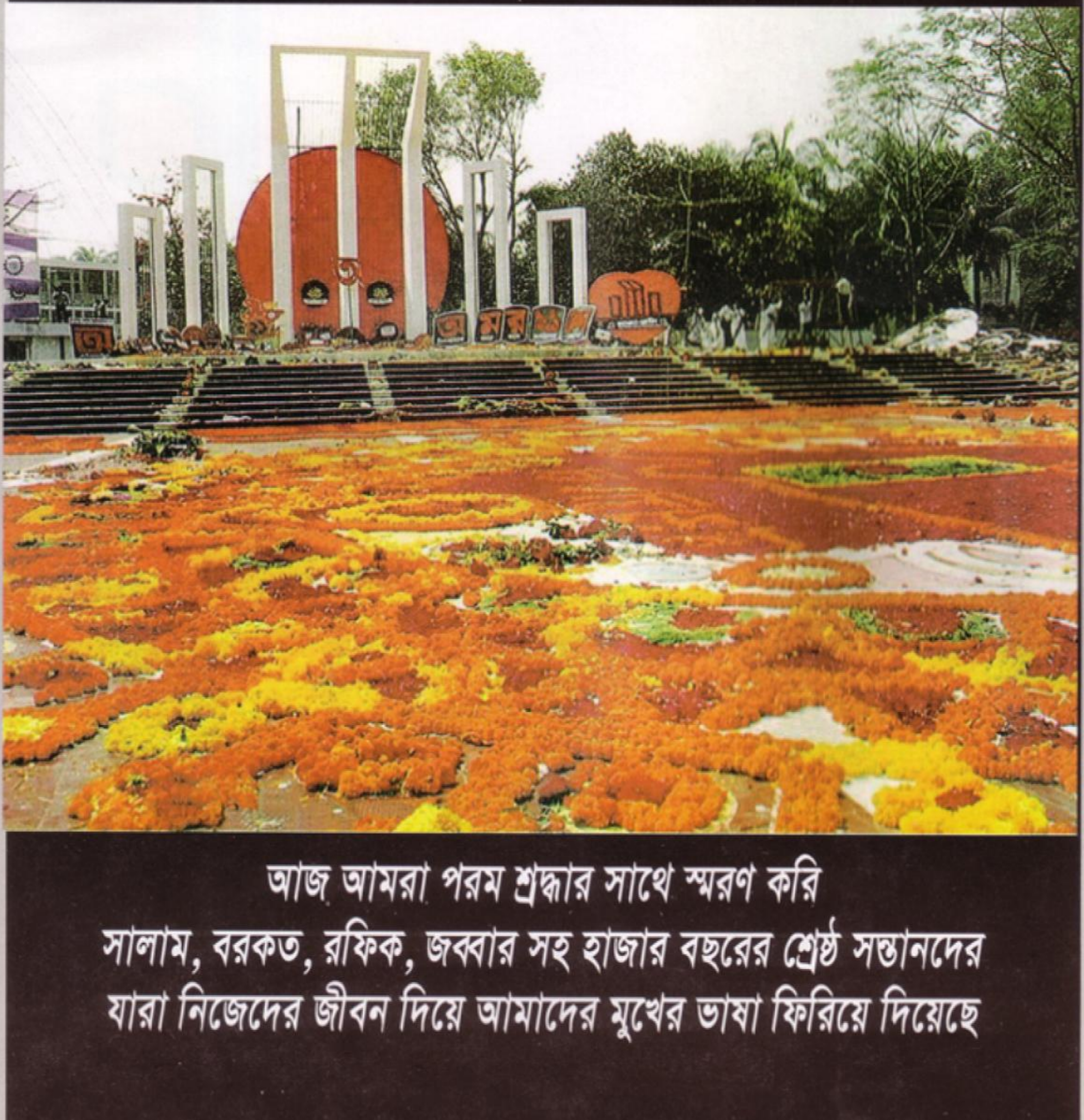

আজ আমরা পরম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি
সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার সহ হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের
যারা নিজেদের জীবন দিয়ে আমাদের মুখের ভাষা ফিরিয়ে দিয়েছে

দি চেস্ট এণ্ড হার্ট এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ

মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর উপদেষ্টা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

"দি চেস্ট এন্ড হার্ট এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ" এর ৩০তম বার্ষিক সাধারণ সভা ও বৈজ্ঞানিক অধিবেশনকে আমি স্বাগত জানাই। এটি আয়োজনের জন্য আমি উক্ত এসোসিয়েশনের সকল সদস্যকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

দেশে বক্ষব্যাধি ও হৃদরোগ প্রকট আকার ধারণ করছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নয়নের সাথে তাল মিলিয়ে আমাদের দেশের বক্ষব্যাধি ও হৃদরোগের চিকিৎসায়ও প্রভুত উন্নতি সাধিত হয়েছে। পর্যাপ্ত প্রশিক্ষন ও জ্ঞান আহরণের সুযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে উন্নতমানের চিকিৎসক তৈরী এদেশে সম্ভব। এক্ষেত্রে সরকারের পাশাপাশি বক্ষব্যাধি ও হৃদরোগ বিশেষজ্ঞগণকেও আন্তরিকভাবে এগিয়ে আসতে হবে বলে আমি মনে করি।

"দি চেস্ট এন্ড হার্ট এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ" এর ৩০তম বার্ষিক সাধারণ সভা উপলক্ষে অনুষ্ঠিতব্য বৈজ্ঞানিক অধিবেশনে বক্ষব্যাধি ও হৃদরোগ চিকিৎসার বিষয়ে অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সুযোগ সৃষ্টি হবে, যা আমাদের দেশে চিকিৎসার উন্নয়নে বিশেষ অবদান রাখবে বলে আমার বিশ্বাস।

আমি এসোসিয়েশনের ৩০তম বার্ষিক সাধারণ সভা ও বৈজ্ঞানিক অধিবেশনের সার্বিক সফলতা কামনা করি।

অধ্যাপক সৈয়দ মোদাচ্ছের আলী

মন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

দি চেস্ট এন্ড হার্ট এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ কর্তৃক আয়োজিত ৩০তম বার্ষিক সাধারণ সভা ও বৈজ্ঞানিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে এসোসিয়েশনের সকল সদস্যকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা।

অপরিকল্পিত নগরায়ন, পরিবেশ দূষণকারী যান্ত্রিক যানবাহনের সংখ্যা বৃদ্ধি, শব্দ দূষণ ও শিল্প-কারখানার নির্গত ধোঁয়ার কারণে আমাদের দেশে বক্ষব্যাধি ও হৃদরোগীর সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রতিরোধযোগ্য সংক্রামক ব্যাধির বিস্তার নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হলেও আমাদের দেশের মানুষের মধ্যে স্বাস্থ্য সচেতনতার অভাবে বক্ষব্যাধি বা হৃদরোগের মত রোগ সমূহকে কার্যকরভাবে প্রতিরোধ করা সম্ভব হচ্ছে না। অথচ স্বল্পোন্নত দেশ হিসাবে আমাদের দেশে চিকিৎসার সুযোগ বাড়িয়ে সকল রোগীর জন্য চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করা অত্যন্ত দূরুহ। ফলে জনগণের মধ্যে স্বাস্থ্য সচেতনতা গড়ে তোলা অত্যন্ত জরুরী। আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ সমূহে এইচ আই ভি/এইডস্ রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে আমাদের জনগোষ্ঠীও ঝুঁকিপূর্ণ এবং এর ফলে যক্ষা ও অপ্রতিরোধ্য যক্ষার সংখ্যাও বেড়ে যাবে। তাই সচেতনতা সৃষ্টির ব্যাপারে এই এসোসিয়েশনও ভূমিকা রাখতে পারে।

বর্তমান সরকার বিশেষায়িত চিকিৎসা হিসাবে বক্ষব্যাধি ও হৃদরোগ চিকিৎসার উন্নয়নে ব্যাপক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বিদ্যমান সুযোগ সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে আন্তরিক সেবা দানের মাধ্যমে দেশে আরো উন্নত চিকিৎসা প্রদান সম্ভব বলে আমি মনে করি। চিকিৎসা বিজ্ঞানের এ শাখার আরো উন্নয়নে সরকারের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। উন্নত বিশ্বের চিকিৎসা সুবিধার সাথে তাল মিলিয়ে দেশে বক্ষব্যাধি ও হৃদরোগ চিকিৎসার আরো আধুনিক সুবিধা প্রবর্তনে বেসরকারী উদ্যোক্তাদের এগিয়ে আসতে হবে বলে আমি মনে করি। এক্ষেত্রে সরকারের পাশাপাশি দি চেস্ট এন্ড হার্ট এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ প্রয়োজনীয় কারিগরি সহায়তা দানে আন্তরিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করবে বলে আমার বিশ্বাস।

আমি দি চেস্ট এন্ড হার্ট এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ এর বার্ষিক সাধারণ সভা ও বৈজ্ঞানিক অধিবেশনের সর্বাঙ্গীন সফলতা কামনা করছি।

অধ্যাপক (ডাঃ) এ.এফ.এম রুহুল হক

সচিব
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

দি চেস্ট এন্ড হার্ট এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ কর্তৃক আয়োজিত ৩০তম বার্ষিক সাধারণ সভা ও বৈজ্ঞানিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত ।

আমাদের দেশে অসংখ্য স্বাস্থ্য সমস্যার মধ্যে বক্ষব্যাধি ও হৃদরোগ অন্যতম । দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা ও পরিবেশ দূষণের সাথে পাল্লা দিয়ে বক্ষব্যাধি ও হৃদরোগ বেড়েই চলছে । উন্নত বিশ্বের গবেষণালব্ধ আধুনিক ও জনমূখী চিকিৎসা ব্যবস্থা থেকে সম্যক ধারণা নিয়ে বাংলাদেশেও বক্ষব্যাধি চিকিৎসার যে প্রসার ঘটেছে তা অবশ্যই প্রসংশার দাবীদার । এক্ষেত্রে সরকারের পাশাপাশি দি চেস্ট এন্ড হার্ট এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ এর সহযোগিতা অনস্বীকার্য ।

আমি এ অনুষ্ঠানের সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি ।

আল্লাহ্ হাফেজ ।

শেখ আলতাফ আলী

মহাপরিচালক
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

বাণী

দি চেস্ট এন্ড হার্ট এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ কর্তৃক আয়োজিত ৩০তম বার্ষিক সাধারণ সভা ও বৈজ্ঞানিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। দেশের বক্ষব্যাধি ও হৃদরোগে আক্রান্ত রোগীদের আধুনিক চিকিৎসা সেবা প্রদানে এ এসোসিয়েশন দীর্ঘদিন থেকে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছে। চিকিৎসকদের পেশাগত কারণেই জনগোষ্ঠীর সাথে মুখোমুখী হতে হচ্ছে প্রতিনিয়ত। কাজেই মহান পেশার বাইরেও কিছু দায়িত্ব তাদের পালন করতে হবে।

এদেশের জনগণের মৌলিক অধিকার স্বাস্থ্য সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌছে দেয়ার লক্ষ্যে বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার নিরলস প্রচেষ্টা চালাবে। সরকারের এ প্রচেষ্টার পাশাপাশি বক্ষব্যাধি ও হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের মাঝে যোগাযোগ স্থাপন ও মত বিনিময়, সভা-সেমিনার, বৈজ্ঞানিক অধিবেশন এবং পেশাগত দক্ষতার উৎকর্ষ সাধনের লক্ষ্যে এসোসিয়েশনের কর্মতৎপরতা অব্যাহত রাখতে হবে।

আমি এ অনুষ্ঠানের সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি।

আল্লাহ্ হাফেজ।

অধ্যাপক (ডাঃ) শাহ মনির হোসেন

Programme at glance

Date : February, 19, 2009
Venue : Ball Room, Dhaka Sheraton Hotel, Dhaka

9.30 am - 10.30 am	:	Inaugural Session
10.30 am - 11.15 am	:	Refreshment (*Sponsored by:* SQUARE PHARMACEUTICALS LTD.)
11.15 am – 01.00 pm	:	Scientific Session-I
01.00 pm – 02.00 pm	:	Prayer & Lunch (*Sponsored by:* SANDOZ DIVISION)
02.00 pm – 03.00 pm	:	Scientific Session-II
03.00 pm – 04.00 pm	:	Scientific Session-III
04.00 pm – 04.30 pm		Raffle Draw (*Sponsored by:* DRUG INTERNATIONAL LTD.)
04.30 pm – 05.00 pm	:	Annual General Meeting
05.00 pm - 05.15 pm		Evening Tea

POST CONFERENCE TOUR

Date : 20 - 23 February 2009

Place : Kuakata
(only members of the Chest and Heart Association of Bangladesh registered for tour)

Inaugural Programme

Date : February 19,2009
Time : 9.30 am
Venue : Dhaka Sheraton Hotel

09.30 am	Telwat-Quran	
09.35 am	Welcome Speech	Prof. Md. Mostafizur Rahman Vice-President of CHAB
09.45 am	Address by the Secretary General	Dr. Md. Zahirul Islam Shakil
09.50 am	Address by the Special Guest	Prof. Shah Monir Hossain Director General of Health Services
09.55 am	Speech by the Special Guest	Shaikh Altaf Ali Secretary, Ministry of Health & Family Welfare, Government of the People's Republic of Bangladesh
10.05 am	Speech by the Chief Guest	Professor Syed Modasser Ali Adviser to the Hon'ble Prime Minister
10.10 am	Hosting (opening) of Website of CHAB	
10.15 am	Speech by the President of CHAB	Professor Mirza Mohammad Hiron
10.25 am	Vote of Thanks	Dr. Biswas Akthar Hossain Treasurer of CHAB
10.30 am	Refreshments (Courtesy: Square Pharmaceuticals)	

স্বাগত ভাষণ

দি চেস্ট এন্ড হার্ট এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের ৩০তম বার্ষিক সম্মেলন ও বৈজ্ঞানিক অধিবেশনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি অধ্যাপক (ডাঃ) সৈয়দ মোদাচ্ছের আলী, মাননীয় উপদেষ্টা, প্রধানমন্ত্রীর দফতর; বিশেষ অতিথি স্বাস্থ্য সচিব শেখ আলতাফ আলী, এসোসিয়েশনের সদস্য/সদস্যাবৃন্দ, আমন্ত্রিত ও উপস্থিত চিকিৎসকবৃন্দ। আস্সালামু আলাইকুম।

আজকের এই সকালে দি চেস্ট এন্ড হার্ট এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ কর্তৃক আয়োজিত ৩০তম বার্ষিক কনফারেন্সে আপনাদেরকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা তাঁর শত ব্যস্ততার মাঝেও আমাদের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেছেন এ জন্য তাঁকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন। বিশেষ অতিথি মাননীয় স্বাস্থ্য সচিব ও মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর উপস্থিত থাকার জন্য আমাদের সহৃদয় কৃতজ্ঞতা জানাই।

১৫৫৫ সালে স্থাপিত ঢাকা মহাখালীস্থ হাসপাতালটি দেশের বক্ষব্যাধি আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসার ক্ষেত্রে একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান। সেই সাথে একই চত্বরে জাতীয় অ্যাজমা সেন্টার এর কার্যক্রম পুরোমাত্রায় চলছে। বর্তমানে হাসপাতালে একটি সিটি স্ক্যান মেশিন ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার আর্থিক সহায়তায় একটি মাইক্রোব্যাক্টেরিয়া কালচারের জন্য একটি জাতীয় রেফারেন্স ল্যাব এর কার্যক্রম পুরোদমে চলছে। এটি শুরু হওয়াতে রোগ নির্ণয়ে আরো অধিকতর উন্নতি হয়েছে। জাতীয় এই প্রতিষ্ঠানে একটি সেন্ট্রাল অক্সিজেন প্ল্যান্ট এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং শীঘ্রই আইসিইউ চালু হবে।

বক্ষব্যাধিতে আক্রান্ত বিপুল জনগোষ্ঠীর সুচিকিৎসার স্বার্থে সকল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেসপিরেটরী ইউনিট স্থাপন এখন সময়ের দাবী। এতে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের রোগীগণ তাদের দোরগোড়ায় বিশেষজ্ঞ চিকিৎসা সেবা পাবেন। ইতিমধ্যে সমস্যা সমাধানের জন্য একটি বাস্তবমুখী প্রস্তাব মন্ত্রনালয়ের বিবেচনার জন্য জমা আছে। যা বাস্তবায়িত হলে বক্ষব্যাধি বিশেষজ্ঞদের দীর্ঘদিনের একটি বহু কাঙ্খিত স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে।

দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে চিকিৎসক ও বার্ষিক কনফারেন্সে যোগদানকারীগণকে স্বাগত জানাই এবং আশা করি এ আয়োজনের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা চিকিৎসার মানোন্নয়নে সাহায্য করবে।

আবার সবাইকে স্বাগত জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি। আল্লাহ্ হাফেজ।

(অধ্যাপক মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান)
পরিচালক কাম অধ্যাপক
জাতীয় বক্ষব্যাধি ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল
এবং
সভাপতি, অভ্যর্থনা সাব-কমিটি

মহাসচিবের বক্তব্য

দি চেস্ট এন্ড হার্ট এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের ৩০তম বার্ষিক সম্মেলন ও বৈজ্ঞানিক অধিবেশনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি অধ্যাপক (ডাঃ) সৈয়দ মোদাচ্ছের আলী, মাননীয় উপদেষ্টা, প্রধানমন্ত্রীর দফতর; বিশেষ অতিথি স্বাস্থ্য সচিব শেখ আলতাফ আলী ও মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর অধ্যাপক শাহ মনির হোসেন, এসোসিয়েশনের সদস্য/সদস্যাবৃন্দ, আমন্ত্রিত ও উপস্থিত চিকিৎসকবৃন্দ। আস্‌সালামু আলাইকুম।

দি চেস্ট এন্ড এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ এর ৩০ তম বার্ষিক সম্মেলন ও বৈজ্ঞানিক অধিবেশনে আপনাদের সদয় উপস্থিতির জন্য জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। আপনাদের উপস্থিতি আমাদের অনুপ্রেরনার উৎস হয়ে থাকবে।

১৯৭৪সালে পুরাতন এই সংগঠনটি যাত্রা শুরু করে বক্ষব্যাধি ও হৃদরোগ বিশেষজ্ঞদের নিয়ে । বিশেষজ্ঞদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক তথ্য ও জ্ঞানের আদান প্রদানের মাধ্যমে আমাদের দেশের চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নতি করাই আমাদের সংগঠনের উদ্দেশ্য। দেশে উন্নত স্বাস্থ্য সেবা, গবেষনা ও চিকিৎসা ব্যবস্থার সময়োপযোগী পরিবর্তনের ক্ষেত্রে এই এসোসিয়েশন জন্মলগ্ন থেকে একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ রেখে আসছে। এই এসোসিয়েশনের মাধ্যমে বক্ষব্যাধি ও হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগন লব্ধ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে দেশের চিকিৎসা ও সেবার মান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা রাখতে পারবেন বলে আমি বিশ্বাস করি। পেশাগত জ্ঞানে, মানের উন্নতি ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের আসল উদ্দেশ্য, রোগীর ও জনগনের সুচিকিৎসা করা। আমাদের পূর্বসুরীদের সুদক্ষ ব্যবস্থাপনা এবং আপনাদের ঐকান্তিক সহযোগীতায় চ্যাব এর কর্মকান্ড নিরলসভাবে এগিয়ে চলছে। আমাদের সংগঠনের কর্মকান্ডের কিছু দৃষ্টান্ত আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতে চাই।

এসোসিয়েশনের মৌলিক গবেষণা সমৃদ্ধ আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত The Chest & Heart Journal এর সংখ্যাগুলো যথাসময়ে প্রকাশিত হচ্ছে।

আমাদের নিয়মিত কর্মকান্ডের মধ্যে Continuing Medical Education Program এর অধীনে এ বৎসর ০৬(ছয়)টি সায়েন্টিফিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। চিকিৎসা বিজ্ঞানের সর্বশেষ অগ্রগতি, জ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্বন্ধে নতুন প্রজন্ম যাতে জানতে পাও তাই এই কর্মকান্ডের মূল লক্ষ্য। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের জন্য প্রতিটি বৎসর আমরা রিফ্রেশার্স কোর্স আয়োজন করি। এসোসিয়েশনের তত্ত্বাবধানে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রযুক্তি ও তত্ত্বেও অগ্রগতি সম্পর্কে স্বল্প সময়ের মধ্যে তথ্য সংগ্রহের জন্য জাতীয় বক্ষব্যাধি ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালে SANDOZ বাংলাদেশ লিমিটেড এর আর্থিক সহায়তায় একটি ইনফরমেশন সেন্টার স্থাপিত হয়েছে। এছাড়াও চেষ্ট এন্ড হার্ট ক্যাম্প এর মাধ্যমে বিশেষজ্ঞ পরামর্শ প্রদান করি। এসোসিয়েশনের খ্যাতিসম্পন্ন হৃদরোগ ও বক্ষব্যাধি বিশেষজ্ঞ এতে অংশগ্রহন করেন।

এসোসিয়েশনের উদ্যোগে এবং SANDOZ এর আর্থিক সহায়তায় নিয়মিত আমাদের নিউজ লেটার প্রকাশিত হয়েছে। এতে বিশেষ দিবস ছাড়াও বক্ষব্যাধি ও হৃদরোগের সর্বশেষ অগ্রগতি নিয়ে Collection of latest updates প্রকাশিত হয়েছে এবং বিশেষজ্ঞের কাছে প্রেরণ করা হয়েছে।

বক্ষব্যাধি আক্রান্ত জটিল রোগীদের চিকিৎসা সেবা প্রদানের একমাত্র উচ্চতর প্রতিষ্ঠান মহাখালীস্থ জাতীয় বক্ষব্যাধি ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল। বক্ষব্যাধিতে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক তৈরীর উদ্দেশ্যে এই প্রতিষ্ঠানে এমডি (চেস্ট ডিজিজেস), ডিটিসিডি, এমএস (থোরাসিক সার্জারী) ও এফ.সি.পি.এস (পালমোনারী মেডিসিন) কোর্স চালু আছে।

জাতীয় বক্ষব্যাধি ইনস্টিটিউট থেকে প্রতি বৎসরে অনেকে ডিটিসিডি, এমডি পাশ করে বের হচ্ছেন। বেশিরভাগই নির্দিষ্ট পদের অভাবে অন্যত্র কর্মরত আছেন। মেডিকেল কলেজসমূহে ইতিমধ্যে বিভিন্ন সাব-স্পেশালিটিতে ইউনিট চালু হয়েছে। কিন্তু বক্ষব্যাধি আক্রান্ত বিপুল জনগোষ্ঠীর সুচিকিৎসার জন্য আমাদের দীর্ঘদিনের দাবী রেসপিরেটরী ইউনিট এখনও চালু করা হয়নি। দেশের ১৩টি মেডিকেল কলেজে রেসপিরেটরী ইউনিট খোলা খুবই প্রয়োজন এর ফলে আমাদের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাদের মেধা, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে পারবেন এবং উন্নত সেবা প্রদান করতে সক্ষম হবেন। এছাড়াও জেলা সদর হাসপাতালসমূহে বক্ষব্যাধি চিকিৎসার সম্প্রসারন প্রয়োজন। আমাদের এসোসিয়েশন থেকে একটি প্রস্তাব বিবেচনার জন্য স্বাস্থ্য মন্ত্রনালয়ে জমা আছে। অন্যদিকে সারাদেশে ৪৪টি বক্ষব্যাধি ক্লিনিকে মাত্র ৪৪টি জুনিয়র কনসালটেন্ট এর পদ এবং ৪টি বিভাগীয় বক্ষব্যাধি হাসপাতালে ৪টি সিনিয়র কনসালটেন্ট এর পদ আছে। উক্ত পদসমূহে কর্মরত চিকিৎসকবৃন্দ ক্লিনিক্যাল ও প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করেন। পদসংখ্যা সীমিত হওয়ায় এবং পরবর্তী কোন পদোন্নতির সুযোগ না থাকায় উক্ত পদসমূহকে যথাক্রমে সহকারী পরিচালক/সিভিল সার্জন এবং উপ-পরিচালকের ফিডার পদে অন্তর্ভূক্ত করার জন্য এবং পদোন্নতি বিষয়ক অন্যান্য জটিলতা সমাধানের জন্য এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে একটি প্রস্তাবও ইতিমধ্যে পেশ করা হয়েছে। শেষোক্ত প্রস্তাবটি বাস্তবায়নে সরকারের কোন আর্থিক সংশ্লেষ নেই। শুধুমাত্র মন্ত্রনালয়ের প্রশাসনিক আদেশের মাধ্যমে বাস্তবায়ন সম্ভব। আজকের এই মহতী অনুষ্ঠানে মাননীয় উপদেষ্টা মহোদয়কে আমাদের মধ্যে পেয়ে প্রস্তাবসমূহ বাস্তবায়নের জন্য সবিনয় অনুরোধ জানাচ্ছি। আমাদের বিশেষজ্ঞগণকে আরো দক্ষ করে তোলার জন্য এবং উন্নত বিশ্বের প্রযুক্তি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভের জন্য পর্যায়ক্রমে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা উচিত। হৃদরোগের মেডিকেল ও সার্জিকেল চিকিৎসায় জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট প্রচুর অবদান রাখছে। মেডিকের কলেজ সমূহে কার্ডিওলজি ইউনিট খোলা হলেও কার্ডিয়াক সার্জারী ও থোরাসিক সার্জারী ইউনিট এখন পর্যন্ত খোলা হয়নি। সার্জারী চিকিৎসার সম্প্রসারন করা হলে রোগীগণ তাদের দোরগোড়ায় বিশেষজ্ঞ চিকিৎসা সেবা পাবেন। ফলে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে কষ্ট করে রাজধানীতে আসতে হবে না।

বক্তব্য শেষ করার আগে একটি অত্যন্ত জরুরী বিষয়ে উল্লেখ করতে চাই। ১৯৮৬ সালে ঢাকার মীরপুরে আমাদের সংগঠনের জন্য সরকার কর্তৃক বরাদ্দকৃত যথাসময়ে যথাচিহ্নিত মূল্য পরিশোধ করেও অবৈধ দখলের কারনে আমাদেরকে হস্তান্তর করা হয়নি এবং ইতিমধ্যে অনেক জটিলতাও সৃষ্টি হয়েছে। এ ব্যাপারে আমরা উপদেষ্টা মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষন করছি এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রনালয়ের হস্তক্ষেপ কামনা করি।

আজকের এই সম্মেলনে আপনাদের উপস্থিতি ও সর্বাঙ্গীন সহযোগিতার জন্য আপনাদের জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। আমাদের মাননীয় প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথিবৃন্দ অতি ব্যস্ততার মধ্যেও আমাদের এই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন এজন্য আমি আমার এবং এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। সম্মানিত সকল সূধীমন্ডলীকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানিয়ে একটি সুন্দর স্বাস্থ্য ব্যবস্থা গড়ে উঠার প্রত্যাশা রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

আল্লাহ হাফেজ।

ডাঃ মোঃ জহিরুল ইসলাম শাকিল
মহাসচিব
দি চেস্ট এন্ড হার্ট এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ

সভাপতির ভাষণ

দি চেস্ট এন্ড হার্ট এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের ৩০তম বার্ষিক সম্মেলন ও বৈজ্ঞানিক অধিবেশনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি অধ্যাপক (ডাঃ) সৈয়দ মোদাচ্ছের আলী, মাননীয় উপদেষ্টা, প্রধানমন্ত্রীর দফতর; গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার; বিশেষ অতিথি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব শেখ আলতাফ আলী এবং মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর অধ্যাপক শাহ মনির হোসেন, এসোসিয়েশনের সদস্য/সদস্যাবৃন্দ, আমন্ত্রিত ও উপস্থিত চিকিৎসকবৃন্দ। আস্‌সালামু আলাইকুম।

আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষন আমাদের শ্রদ্ধেয় স্বাস্থ্য উপদেষ্টার আগমন আমাদেরকে কৃতার্থ করেছে। এজন্য আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। মাননীয় স্বাস্থ্য সচিব মহোদয়ের উপস্থিতি আমাদেরকে করেছে অনুপ্রানিত। এই সম্মেলনে দূরদূরান্ত থেকে আগত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের উপস্থিত এই সম্মেলনকে করেছে প্রাণবন্ত। অন্যান্য সূধীবৃন্দের উপস্থিতি এই অনুষ্ঠানের সৌন্দর্য অনেক বৃদ্ধি করেছে। দি চেস্ট এন্ড হার্ট এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে জানাই সাদর সম্ভাষণ।

সূধীবৃন্দ,

বাংলাদেশে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ রোগী ফুসফুসের বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত। শুধুমাত্র অ্যাজমা বা শ্বাসকষ্টে ভূগছেন প্রায় ৭০ লক্ষ মানুষ। যানবাহন ও কল-কারখানার বিষাক্ত ক্ষতিকর ধোঁয়া এবং অন্যান্য কারণে, প্রতিনিয়ত বায়ু ও পরিবেশ দূষণের ফলে প্রতি বৎসর বাংলাদেশের ২৫ হাজার মানুষ বিভিন্ন রোগে মৃত্যুবরণ করে। পরিবেশ দূষণ, জীবনযাত্রা প্রণালী, খাদ্যাভাব ইত্যাদির কারণে, বক্ষব্যাধি ও হৃদরোগ আমাদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার জন্য এক নতুন চ্যালেঞ্জ। বায়ু দূষণের কারণে সবচেয়ে আগে আক্রান্ত হয় ফুসফুস ও শ্বাসনালী। অব্যাহত বায়ু দূষণের ফলে অ্যাজমা, অ্যালার্জি, শ্বাসনালী ও ফুসফুসে নিউমোনিয়া সংক্রমণ, COPD ও ফুসফুসের ক্যান্সার ছাড়াও বিভিন্ন কার্ডিওভাসকুলার রোগও বেড়েই চলেছে। অন্যদিকে ফুসফুসের যক্ষা আমাদের বৃহত্তম স্বাস্থ্য সমস্যা। প্রতি বৎসর প্রায় তিন লক্ষ মানুষ নতুনভাবে যক্ষা আক্রান্ত হয় এবং ৭০ হাজার লোক মৃত্যুবরণ করে। জাতীয় যক্ষা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচীর কার্যক্রমের আওতায় চিকিৎসা সাফল্যের হার (৯১%), রোগ নির্ণয়ের হার (৭৩%) বর্তমানে সন্তোষজনক। যক্ষা রোগকে কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হলে এবং সাফল্য অব্যাহত রাখতে হলে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট সকল চিকিৎসক বিশেষভাবে এন.জি.ও. একাডেমিক ইনস্টিটিউট, প্রাইভেট প্র্যাকটিশনারকে জাতীয় যক্ষা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচীর সাথে PPPM-DOTs mix এর মাধ্যমে অন্তর্ভূক্ত করা একান্ত জরুরী। এছাড়া মেডিকেল কলেজ কারিকুলামে জাতীয় যক্ষা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচী অন্তর্ভূক্ত করে ইউনিফরম চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্বন্ধে শিক্ষা দান ও চিকিৎসা প্রদান প্রয়োজনীয়।

অনিয়মিত চিকিৎসা এবং কিছুদিন চিকিৎসার পর সুস্থবোধ করলে অনেক যক্ষা রোগী ঔষধ খাওয়া বন্ধ করে দেন, যার ফলে রোগটি অনিরাময় যোগ্য MDR-TB হয়ে যায়। এ ধরণের জটিল MDR-TB চিকিৎসা অত্যন্ত ব্যয়বহুল

ভবিষ্যতের অপেক্ষা করব। মাননীয় প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি মহোদয় কর্মব্যস্ততা সত্ত্বেও আমাদের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে আমাদের কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে আমাদেরকে অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

এই সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী সারাদেশের দূর-দূরান্ত হতে আগত চিকিৎসকগণকে এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। সবশেষে, অনুষ্ঠানের সকল বিচ্যুতি ও অসুন্দর দিকগুলোকে আপনারা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন এ প্রত্যাশা ব্যক্ত করে, আপনাদের সুস্বাস্থ্য কামনা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

আল্লাহ্ হাফেজ।

অধ্যাপক মির্জা মোহাম্মদ হিরণ
সভাপতি
দি চেস্ট এন্ড হার্ট এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ

ধন্যবাদ জ্ঞাপন

শ্রদ্ধেয় সভাপতি, মাননীয় প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি, উপস্থিত শ্রদ্ধেয় অধ্যপকবৃন্দ ও আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ এবং প্রিয় সদস্যবৃন্দ।

আস্‌সালামু আলাইকুম।

দি চেষ্ট এন্ড হার্ট এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ এর ৩০তম বার্ষিক কনফারেন্স এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আপনাদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের সুযোগ পেয়ে আমি সবিশেষ আনন্দিত। মাননীয় প্রধান অতিথি আপনাকে আমাদের মাঝে পেয়ে অভিভূত,আনন্দিত ও গর্বিত। আপনাকে আন্তরিক অভিনন্দন। শত ব্যস্ততা সত্ত্বেও আমাদের এই ক্ষুদ্র আয়োজনে আপনার উপস্থিতি ও সারগর্ভ ভাষণ আমাদের যথার্থই উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করেছে।

মাননীয় বিশেষ অতিথি আমাদের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে আমাদেরকে গর্বিত করেছেন। আশা করি ভবিষ্যতেও আপনার সহৃদয় পরামর্শ ও পৃষ্ঠপোষকতা অব্যাহত থাকবে। আপনাদের সবাইকে এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও অপরিসীম কৃতজ্ঞতা।

সম্মানিত অতিথিবৃন্দ, আপনাদের সক্রিয় অংশগ্রহন আমাদের চলার পথের পাথেয় হয়ে থাকবে। এ আয়োজনে আপনাদের উপস্থিতির জন্য প্রাণঢালা অভিনন্দন।

এসোসিয়েশনের সদস্যবৃন্দ ও আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ আপনারা আপনাদের কর্মব্যস্ততার মধ্যেও আমাদের এই অনুষ্ঠানের জন্য যে সময় করে সারা দেশ থেকে ছুটে এসেছেন সেজন্য আমরা কৃতজ্ঞ।

ধন্যবাদ জানাই তাদের যারা এই অনুষ্ঠানের বৈজ্ঞানিক অধিবেশনের বিভিন্ন তথ্য ও তত্ত্ব সমৃদ্ধ প্রবন্ধ পাঠ করে আমাদের জ্ঞানের দিগন্তকে আরো প্রসারিত করেছেন। রেডিও, টেলিভিশন ও পত্র-পত্রিকার বিশিষ্ঠ সাংবাদিকবৃন্দ আমাদের আমন্ত্রনে আপনাদের সদয় উপস্থিতির জন্য বিশেষ ধন্যবাদ। আশা করি আপনারা আপনাদের সংবাদ মাধ্যমে আমাদের কর্মশালার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে সুনিশ্চিত মন্তব্য প্রকাশ করে বাধিত করবেন।

আমরা বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই সে সকল ঔষধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান ও ডায়াগনস্টিক ল্যাবরেটরীসমূহকে, যারা স্বতঃপ্রণোদিত অংশগ্রহন করেছেন এবং অনুষ্ঠানকে সার্থক করতে আর্থিক সহায়তা দান করেছেন। ভবিষ্যৎ চলার পথে আমরা সকলের দোয়াপ্রার্থী।

আল্লাহ্‌ হাফেজ।

ডাঃ বিশ্বাস আখতার হোসেন
কোষাধ্যক্ষ
দি চেস্ট এন্ড হার্ট এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ